দৈনিক ইনকিলাব

09 JAN 1988
তারিখ 09 JAN 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

09 FEB 1988

শিক্ষাঙ্গন

শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে

দেশে ৬ হাজারের অধিক বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এগুলোর কোন কোনটি যুগ যুগ থেকে চলে আসছে।

চলতি সনে প্রতি উপজেলায় ২টি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারীকরণের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। প্রত্যেক উপজেলার ১০/১৫টি করে বেসরকারী বিদ্যালয় রয়েছে। সঠিক ব্যবস্থাপনার অভাবে কোন কোনটি নামকা ওয়াস্তে চলছে। আবার কোন কোনটি বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে। দেশে চালু সরকারী বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৪০ হাজারের অধিক রয়েছে। এগুলোর প্রতিটিতে ৫টি শ্রেণী রয়েছে। কিন্তু এগুলোর প্রতিটিতেই ২/১ জনের বেশী শিক্ষক নেই। এ কারণে ছাত্র-ছাত্রীরা বিদ্যালয়ে গিয়েও মোটেই লেখাপড়া করতে পারছে না। তারা ৫ম শ্রেণীতে উঠার আগেই বিদ্যালয় ত্যাগ করে কর্মজীবন শুরু করছে। এসব বিদ্যালয় নিরক্ষর লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি করছে।

দেশে এমনও গ্রাম রয়েছে যেগুলোতে একাধিক বিদ্যালয় নামকা ওয়াস্তে চালু আছে। সেগুলোতে প্রয়োজনীয় শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীর অভাব রয়েছে। আমরা বহুকাল ধরে একই গ্রামের পাশাপাশি বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষক সংকট নিরসনের উদ্দেশ্যে একত্রিত করার দাবী জানিয়ে আসছি। কিন্তু কোন ফল হয়নি।

আমাদের মতে বিশেষ জরিপ করে বেসরকারী বিদ্যালয়ের সংখ্যা নিরূপণ করে সবকয়টি যোগ্য বিদ্যালয়কে একই সাথে মাদ্রাসা ও উচ্চ বিদ্যায়ের ন্যায় মনজুরী প্রদান করা উচিত। আর কালবিলম্ব না করে পাশাপাশি বিদ্যালয়গুলোকে একত্রিত করে চালু করতে হবে। ছোট এলাকার বিদ্যালয়গুলোকে ১ম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর বিদ্যালয় হিসাবে চালু করে ভর্তির ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। ৫ম শ্রেণীর শেষে বাধ্যতামূলক পরীক্ষার ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে। উন্নয়নপ্রাপ্ত বিদ্যালয়সমূহকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত সম্প্রসারণ করে সেগুলোতে কারিগরি ও যুগপোযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করা উচিত। ৮ম শ্রেণীর শেষে একটি সার্বজনীন বাধ্যতামূলক পরীক্ষার ব্যবস্থার প্রবর্তন করা যেতে পারে।

৯ম শ্রেণীতে মেধা উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তির ব্যবস্থা করতে হবে। তা না হলে এসএসসি পরীক্ষায় নকল বন্ধ হবে না।

মোটকথা, বর্তমান ধারায় বেসরকারী বিদ্যালয়গুলোকে পূর্ণাঙ্গভাবে চালু করলেই দেশের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার সমাধান হবে বলে আমাদের ধারণা।

—আবু মোহাম্মদ আদীল